দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...30 DEC 1990...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

10

সাইনবোর্ডসর্বস্ব পথকলি স্কুল

আমাদের এই সংবাদপত্রে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর নানা ধরনের ছবি ছাপা হয়। চেয়ার-টেবিলবিহীন বিদ্যালয়। চাল-ছাদহীন বিদ্যালয়। কোনটির বেড়া নেই, দেয়াল নেই। বেআব্রু বিদ্যালয়। কোন বিদ্যালয়ে গরু-বাছুরের আড্ডা। গাছতলায় স্কুল। বৈঠকখানায় স্কুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এটা নেই, ওটা নেই। অভাবের উপর অভাব।

গত বুধবার আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিতে আমরা দেখতে পেলাম, দু'টি বিদ্যালয়ের সুদৃশ্য সাইনবোর্ড। বান্দরবান পার্বত্য জেলার দু'টি পথকলি 'বিদ্যালয়'। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, এই দু'টি স্কুলের সাইনবোর্ড ছাড়া আর কিছু নেই। শিক্ষা নেই। শিক্ষার কোন উপকরণ নেই। ছাত্রছাত্রীরা ক্ষণিকের জন্য নাকি এসেছিল। ছেড়ে চলে গেছে। শিক্ষকদের খোঁজখবর নেই। বিদ্যালয় দু'টির সাইনবোর্ড বিগত সরকারের কর্মকর্তাদের আরেকটি অপকীর্তির দায়ভার বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

অথচ দেশের পথকলি বিদ্যালয়গুলো নিয়ে বিগত সরকারের কর্মকর্তাদের গর্বের অন্ত ছিল না। দেশে-বিদেশে গুণগান। বিদেশীদের ধরে নিয়ে দেখানো। টেলিভিশন সঙ্গীতমুখর প্রচারণা। চাঁদা আদায়। অনেকে বলেন, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অনুপ্রার্থীদের কাছ থেকে মস্তানী কায়দায় অর্থ সংগ্রহ।

পথকলি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য পথকলি ট্রাস্ট। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতির বিবাহিত স্ত্রী। ফার্স্ট লেডী। সদস্যরা গণ্যমান্য ব্যক্তি। বোর্ডের মিটিং হলে কখনও কখনও রাষ্ট্রপতি বিশেষ অতিথি। আবার কখনও কখনও ট্রাস্টের জন্য 'দান' গ্রহণ করতেন রাষ্ট্রপতি ও 'ফার্স্ট লেডী' নিজেরাই।

বিদ্যালয়গুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হবে। ভাগ্যহত পথকলিদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া হবে। এমনকি 'পথকলি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কথাও শোনা গিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণে পথকলি বিদ্যালয়গুলোর 'মহান অবদানের' কথা শুনতে শুনতে অনেকেরই কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

তবে বান্দরবান থেকে পথকলি বিদ্যালয়ের যে চিত্র পাওয়া গেল তা হলো আমাদের বিগত সরকারী কর্মকর্তাদের লোক ঠকানোর খেলার আরেকটি দৃষ্টান্ত। এই বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিপুল পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু বান্দরবানে এখন মাত্র দু'টি সাইনবোর্ড অবশিষ্ট আছে।

এই বিদ্যালয় দু'টিতে আবার শঠতার আশ্রয়ও নেয়া হয়েছিল। মন্ত্রী কিংবা উচ্চ পর্যায়ের আমলারা যখন পরিদর্শনে যেতেন, তখন শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের ভুয়া প্রলোভন দেখিয়ে ধরে আনা হতো। বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে ছাত্রছাত্রী সাজানো হতো। একবার নয়। বার বার। শিক্ষাদানের কোন স্থায়ী কর্মসূচী ছিল না। অভিভাবকহীন কিশোর-কিশোরীদের নামে সংগৃহীত টাকা-পয়সা কোথায় গেছে, সেই প্রশ্ন এখন সবাই তুলছে।

ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল হয়েছে। ভূতপূর্ব চেয়ারপারসন অন্তরীণ। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা কেউ কেউ পলাতক। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগের তদন্ত চলছে। এই সাইনবোর্ডসর্বস্ব বিদ্যালয় দু'টির টাকা-পয়সা কে বা কারা লুটপাট করেছে, তারও একটা বিহিত করা দরকার। বান্দরবানের অসহায় পথকলিদের কারা ধোঁকা দিয়েছে, তা প্রকাশ করা দরকার। এই ট্রাস্টের টাকা-পয়সা কেন্দ্র ও স্থানীয় পর্যায়ে কার খপ্পরে পড়ে আছে, কার পেটে কতটা গেছে তা যত শিগগির সম্ভব খুঁজে বের করা দরকার। যত দেরী করা হবে, তত বেশী কঠিন হবে এ কাজটি।